দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 04 JAN 2018
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

কুমিল্লায় পিইসি পরীক্ষা না দিয়েই ৪ শিক্ষার্থীর পাস!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কুমিল্লা, ৩ জানুয়ারি ॥ চৌদ্দগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষা না দিয়েও চার শিক্ষার্থী পাস করার চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। বুধবার এ ঘটনা জানাজানি হলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মহলে বেশ তোলপাড় শুরু হয়। জানা গেছে, গত শনিবার দেশে একযোগে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৭ এর ফল প্রকাশিত হয়। এরমধ্যে জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার বেতিয়ারা, মুন্সিরহাট ও পদুয়া দক্ষিণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চার শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করেও পাস করায় শিক্ষকরা হতবাক হয়ে পড়েন। একইসঙ্গে হতবাক হন চার শিক্ষার্থীর বাবা-মাসহ স্থানীয় লোকজন। পরীক্ষা না দিয়ে পাস করা শিক্ষার্থীরা হচ্ছে- উপজেলার জগন্নাথদীঘি ইউনিয়নের বেতিয়ারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র এবায়দুল হোসেন, তার রোল নং-৭৬৮২, প্রাপ্ত জিপিএ-৩.৫৮, মোট নম্বর ৩৭৮; মুন্সিরহাট ইউনিয়নের মুন্সিরহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী মোসা সাথি আক্তার, তার রোল নং- ৪৪৭০, প্রাপ্ত জিপিএ-২.৫০, মোট নম্বর ৩০৫; আলকরা ইউনিয়নের পদুয়া দক্ষিণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী আয়শা আক্তার, তার রোল নং-৮১৮৯, প্রাপ্ত জিপিএ-২.৩৩, মোট নম্বর ২৯০ এবং একই স্কুলের নুসরাত জাহান, তার রোল নং- ৮১৯০, প্রাপ্ত জিপিএ-২.২৫, তার মোট নম্বর ২৯৩। এ ফল দেখে হতবাক হয়ে পড়েন ওই শিক্ষার্থীদের সহপাঠী ও তাদের অভিভাবকসহ এলাকার লোকজন। এ নিয়ে পুরো এলাকায় আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইছে। বিষয়টি স্বীকার করেছেন বেতিয়ারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হামিদা আক্তার ও মুন্সিরহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুশিউর রহমান ও পদুয়ার (দক্ষিণ) প্রধান শিক্ষক। এ ধরণের ঘটনা জানাজানি হওয়ায় অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার মিথ্যা তথ্যে ভাগ্য খুলেছে এবায়দুল, আয়শা, নুসরাত ও সাথি আক্তারের। তবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নুরুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি তদন্ত এর করে দেখা হচ্ছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম ম্যানেজার	
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে	

শাকুর